ইত্তেফাক

তারিখ 16 MAR 1986
পৃষ্ঠা 3 কলাম 3

003

সমস্যা জর্জরিত কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়

বিভিন্ন এলাকার বহুসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় হাজারো সমস্যায় জর্জরিত হইয়া পড়ায় ঐ সকল স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়া দারুণভাবে ব্যাহত হইতেছে।

নীলফামারী সংবাদদাতা জানান, ডিমলা উপজেলার ৬৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৩টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নাই বলিলেই চলে। এই সকল বিদ্যালয়ের কোন কোন-টিতে মাত্র একজন এবং কোনটিতে মাত্র দুইজন শিক্ষক আছেন। কোন কোন বিদ্যালয়ের ঘর এবং আসবাবপত্র নাই। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ইচ্ছামত স্কুলে আসা-যাওয়া করে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। এই সকল বিদ্যালয়ের মধ্যে দক্ষিণ তিতপাড়া, খগাখড়িবাড়ী, দোহলপাড়া, ১নং বাইশপুকুর ও চরখড়িবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিজস্ব ঘর বা আসবাবপত্র নাই।

নীলফামারী, ডিমলা উপজেলার দক্ষিণ তিতপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘর না থাকায় উন্মুক্ত আকাশের নীচে লেখাপড়া চলিতেছে —ইত্তেফাক

খোলা আকাশের নীচে চট অথবা মাদুর বিছাইয়া লেখাপড়া চলে। অপরদিকে জলঢাকা উপজেলার বি,এন খালিশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বৎসরাধিককাল পূর্বে ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়। চেয়ার টেবিল খোয়া যায়। গাছের নীচে মাঝে মধ্যে ক্লাশ চলে।

সাতক্ষীরার সংবাদদাতা জানান, এক শ্রেণীর শিক্ষকের কর্তব্যে অবহেলা, স্কুলে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও সাজ সরঞ্জামের অভাব ইত্যাদি কারণে সাতক্ষীরার বিভিন্ন এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হইতেছে।

জেলার অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়েই লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ নাই। এক শ্রেণীর শিক্ষকের অনিয়মিত উপস্থিতির কারণ সম্পর্কে অভিভাবক মহল অভিযোগ করেন যে, প্রায় প্রতিদিন উপজেলার বিভিন্ন আলোচনা সভায় যোগদান, ব্যাংকের কাজ, মামলামোকদ্দমার তদবির, রাজনৈতিক অঙ্গনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ইত্যাদি কারণে অনেক প্রাথমিক শিক্ষক সময়মত এবং নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত থাকিতে পারেন না। ইহাছাড়া কিছু সংখ্যক শিক্ষক ব্যবসা, জমিজমা চাষ, গ্রাম্য রাজনীতি ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকায় সময়মত স্কুল করিতে পারেন না। এই সকল কারণে বিভিন্ন স্কুলে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে।

কাগজে কলমে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যাহাই থাকুকনা কেন বাস্তবে তাহাদের সংখ্যা খুবই কম।

বিভিন্ন উপজেলার বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষক হত্যা, চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলায় জড়াইয়া পড়ায় শিক্ষা অঙ্গনে নৈরাজ্য দেখা দিয়াছে। ইহাছাড়া বিভিন্ন স্কুলে আসবাবপত্রের অভাব, ছাত্র ছাত্রীদের বই পুস্তকের অভাবেও লেখাপড়ার পরিবেশ ব্যাহত হইতেছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সংবাদদাতা জানান, শিক্ষক স্বল্পতা স্থানাভাবে সদর উপজেলার বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটিতেছে। জানা গিয়াছে, সদর উপজেলার ১৬৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৭৭৯ জন শিক্ষক রহিয়াছেন। শিক্ষকের তুলনায় ছাত্র সংখ্যা অনেক বেশী। আরও অন্ততঃ একশত শিক্ষক প্রয়োজন। ইহা ছাড়া বিভিন্ন স্কুলে স্থানাভাব রহিয়াছে। হররষপুর ইউনিয়নের নোয়াগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অর্ধেক চাল না থাকায় বৃষ্টির দিনে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের দুর্ভোগের সীমা থাকে না। ইহাছাড়াও বিভিন্ন বিদ্যালয়ে নলকূপ না থাকায় ও নলকূপ অকেজো থাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়াছে। এ ব্যাপারে সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি প্রাথমিক

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

P.T.O ↑